যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

(১)

''কুলকুণ্ডলিনী জাগিবার পর জাগ্রত কুণ্ডলিনী দ্বারা গ্রন্থিভেদ করিতে হয়। এই গ্রন্থিভেদ না হইলে ষট্‌চক্রের প্রথম চক্র মূলাধারে প্রবেশ করা যায় না। কমলে প্রবিষ্ট হইয়া এই কমলের যে বিন্দু আছে তাহা বিরাটের ধ্যানের ফলে ঊর্ধ্বগতি হয়।'' - সোহংসিদ্ধ বাবার উক্তি, (সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গে ১ম খণ্ড, ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ লিখিত)

— যোগসাধন রহস্যের অন্তর্গত উপরিউক্ত সোহংসিদ্ধবাবার কথাটি ধ্রুব সত্যের কথা। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জড় বায়বীয় আকারে মূলাধার চক্রের নিম্নে ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডলের কেন্দ্রে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ শিববিন্দুকে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া সর্বজীব দেহেই অবস্থান করে। ইহা সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে জীবাত্মার আধারে ঘটস্থ হইবার একটি শাশ্বত সর্বব্যাপী নিয়মের অভিব্যক্তি বিশেষ। যতক্ষণ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার চক্রের নিম্নে যোনিমণ্ডলে অবস্থান করে ততক্ষণ জীবের পশুবৎ চেতনাই জাগ্রত থাকে; এই অবস্থায় জীবসত্তায় বিবেকজ বোধের উদয় হয় না। সদ্‌গুরুগণ শক্তিপাত কর্মের সহায়তায় যখন ব্রাহ্মীদীক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন তখন সেই শক্তিপাতের ফলে নীচে যোনিমণ্ডলস্থিত কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত হইয়া মূলাধার চক্রের চতুর্বর্গ ক্ষেত্রমণ্ডল মধ্যে যোনিমণ্ডল সহ সংযুক্ত হইয়া যায়, যার ফলস্বরূপ কুলকুণ্ডলিনী মূলাধার চক্রের চেতনার বোধের সঙ্গে যুক্ত অবস্থালাভ করিতে সক্ষম হয়। ব্রহ্মবিদ্যারূপ ক্রিয়া সাধনের সহায়তায় যোনিমণ্ডল ও মূলাধার চক্রের গ্রন্থি শৈথিল্য প্রাপ্ত হইয়া একসময় সরলগতি লাভ করিয়া মূলাধার চক্রের চেতনার বোধের সঙ্গে যুক্ত অবস্থালাভ করিতে সক্ষম হয়। ব্রহ্মবিদ্যারূপ ক্রিয়া সাধনের সহায়তায় যোনিমণ্ডল ও মূলাধার চক্রের মধ্যেই স্থিতিলাভ করিতে যখন সক্ষম হয় তখনই মূলাধার-গ্রন্থি ভেদ হইল। এ অবস্থায় অবস্থান করিতে করিতে যোগী সাধকের বিবেক জাগ্রত হয় এবং মনে সদসদ্-বিচারবোধ প্রবুদ্ধ হয়। তার ফলে যোগীর কর্মের গতি ভালর প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। মূলাধার-গ্রন্থি ভেদ হইলে পরেই মূলাধারের মানব-চেতনার ক্রমোন্নতির ধারায় তখন সাধকের মনবোধের প্রবাহ চলিতে থাকে। মনের চেতনার প্রসারতার ফলে ঊর্ধ্বের পানে বোধ ধাবিত হয় এবং যার ফলে সাধক প্রাণে সত্য দর্শনের জন্যে জাগে এক অব্যক্ত আকুলতা; সেই আকুলতা বা ব্যাকুলতা বোধ লইয়া মনের প্রবল আত্মসংবেগে তখন মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভু বিন্দুরূপ জ্যোতির্ময় শিব তখন ঊর্ধ্বভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে কুলকুণ্ডলিনীর শক্তির তেজকে সঙ্গে করিয়া, যাহা ক্রমশঃ যোগীকে ঊর্ধ্বচেতনার ধারায় গতিপ্রাপ্ত করায় এবং বিরাটের পানে যোগীর চেতনা তখন ধ্যানে আবিষ্ট হইয়া আকৃষ্ট হয়। ইহাতে যোগী-হৃদয়ে ক্রমশঃ সত্যস্বরূপের বোধোদয় হইতে থাকে। ঐ বিন্দুরূপ শিবই অন্তিমে লিঙ্গজ্যোতিরূপে বিশ্বের রূপ ধারণপূর্বক কূটস্থের গগণমণ্ডলের দর্শনে প্রকাশিত হয়।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী